তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

এফ-১৭/ডি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.infocom.gov.bd

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর Strategic Plan প্রস্তুত করা RTI Online Training Plan এবং RTI Online Tracking System বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি: ডক্টর আবদুল মালেক
প্রধান তথ্য কমিশনার
তারিখ: ১৪-০৯-২০২৩ **সময়: ১০.৩০ ঘটিকা**

স্থান: তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষ

উপস্থিতিঃ পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং আলোচনা সভার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করেন। তিনি নবযোগদানকৃত তথ্য কমিশনারগণকে সভায় পরিচয় করিয়ে দেন।

অত:পর তথ্য কমিশনার জনাব মাসুদা ভাট্টি সভায় বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, যে সকল দেশে তথ্য অধিকার আইন সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং কিভাবে হচ্ছে, সে বিষয়ে কাজ করতে হবে। ঐসকল দেশের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। তিনি বলেন, আইন কোন নির্দিষ্ট বিষয় নয়। আইন পরিবর্তন ও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জনগণের নিকট তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারনা বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি সকলকে একত্রিতভাবে কাজ করার আহবান জানান।

সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব হাসিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কৌশলপত্র ২০২৪-২০৩০ (Strategic Plan) প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনায় তিনি দেশের ০৮টি বিভাগে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ এবং সকল শ্রেণি, পেশা ও জেন্ডারভিত্তিক সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে কৌশলপত্র প্রণয়ন করার একটি প্রস্তাবনা সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি আরটিআই ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

এ পর্যায়ে সভাপতি উপস্থিত সকলের মতামত ব্যক্ত করার জন্য আহ্বান জানান। জনাব মুহাম্মদ আসাদুল হক, উপসচিব, তথ্য অধিকার অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বলেন, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের বিষয়টি সবসময় তথ্য দেয়ার ও নেয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনা। এটি অনেক সময় প্রতিশোধমূলক হয়ে যায়। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এনজিওসমূহ এখনও পিছিয়ে রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তিনি একাধিক ডেস্কের দায়িত্বে থাকায় দ্রুততম সময়ে আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে যা এক ধরনের সীমাবদ্ধতা তৈরি করে। তিনি এ সকল বিষয় বিবেচনা করার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন।

প্রতিনিধি, তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি আইন এর সাথে সমন্বয় রেখে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

প্রতিনিধি, ডি-নেট বলেন, তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের সংশ্লিষ্টতা তৈরি করা অত্যন্ত জরুরী। তিনি ডিমান্ড ও সাপ্লাই সাইডের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন মর্মে অভিমত দেন।

সভায় প্রতিনিধি, কার্টার সেন্টার বলেন, তথ্য অধিকারের বিষয়ে কাজ করতে মন্ত্রণালয়গুলোকে যুক্ত করতে হবে। তিনি কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য কত টাকা প্রয়োজন তা জানতে চাইলে, এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক জানান, ৪৫-৫০ লক্ষ টাকার মত ব্যয় হতে পারে।

সভাপতি বলেন, এই বিষয়টির জন্য আরও স্টাডি, ফলোআপ ও হোমওয়ার্ক করতে হবে। ছোট পরিসরে আলোচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

অনলাইন ট্রেনিং এর বিষয়ে এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক জানান, অনলাইন ট্রেনিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জনাব মুহাম্মদ আসাদুল হক, উপসচিব, তথ্য অধিকার অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বলেন, অনলাইন ট্রেনিং এর বিষয়ে এমআরডিআই

C:\Users\DELL\Downloa

ড্যাশবোর্ড চালু করলে তা ফলপ্রসু হবে। এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই বলেন, কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে তারা ড্যাশবোর্ড চালু করার প্রদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

সভাপতি এ পর্যায়ে বলেন, যে সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন তাদের তালিকা অবশ্যই ওয়েবসাইটে থাকা উচিত। আজকের সভার বিষয়টিও অবশ্যই ওয়েবসাইটে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। সভাপতি অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমটির অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে ডি-নেট প্রতিনিধি বলেন যে, ২০১৯ সালে সিস্টেমটি ডেমো চালু করা হয়। পাইলটিং/ টেস্টিং করার জন্য সিলেট জেলার দুটি উপজেলায় পরীক্ষামূলক চালু করা হয়। এরপর করোনা মহামারীর কারনে সিস্টেমটি নিয়ে আর কাজ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ফান্ড না থাকায় সিস্টেমটির উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হয়েছে।

তথ্য কমিশনার জনাব মাসুদা ভাট্টি বলেন যে, সিস্টেমটির নাম 'আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম' বাদ দিয়ে অন্যকোন নামে পরিবর্তন করা যেতে পারে। সভাপতি বলেন, সিস্টেমটির নাম সিস্টেমটির নাম পরিবর্তনসহ এটির উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কাজ কিভাবে করা যায় এ নিয়ে পরবর্তী এক সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

<u>সিদ্ধান্তসমূহ</u>:

১. তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কৌশলগত ২০২৪-২০৩০ (Strategic Plan) প্রণয়নের লক্ষ্যে অধিকতর স্টাডি, ফলোআপ ও হোমওয়ার্ক করার জন্য ছোট পরিসরে আলোচনা করে নিম্নোক্ত কমিটি সুপারিশ সহকারে আগামী ত্রিশ দিনের মধ্যে দাখিল করবে।

বাস্তবায়নে: ১। পরিচালক (প্রশাসন), তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

২। সহকারী পরিচালক (প্রচার ও প্রকাশ), তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

৩। গবেষণা কর্মকর্তা, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

২.(ক) আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম এর নাম পরিবর্তনসহ এটির উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কাজ কিভাবে করা যায় এ বিষয়ে নিম্নোক্ত কমিটি সুপারিশ প্রনয়ণ করে ত্রিশ দিনের মধ্যে দাখিল করবে।

বাস্তবায়নে: ১। পরিচালক (প্রশাসন), তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

২। সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

৩। সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

৩.(ক) দেশব্যাপী যে সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অফলাইনে/শারীরিক উপস্থিতিতে তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তাদের তালিকা তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

(খ). তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর সকল সভার নোটিশ এবং কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ১। উপপরিচালক (প্রশাসন), তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

২। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

৩। সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

অত:পর আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(ডক্টর আবদুল মালেক)
সভাপতি
ও
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ।